নবপর্যায় : ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আগস্ট ২০২১

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

মনের ভিতর হু-হু ব্যথা তীব্র কষ্ট জেগে ওঠে
যে মানুষটি সারাজীবন কেমন করে বিশ্ব-হাটে
বুক ফুলিয়ে সাহস করে বাংলাদেশের জন্ম দিলো
তখন ভাবি বঙ্গবন্ধুর কেমন করে মৃত্যু হলো?

এই দেশেরই মানুষ-পশু সেই মানুষকে করলো গুলি
মুক্তিযুদ্ধে জয় বাংলা মুজিব-শক্তিই সাহস-বুলি
এমনই তাঁর করুণ মরণ কেমনে পারি মেনে নিতে
যাঁকে নাকি পাক-বাহিনী সাহস পায়নি ফাঁসি দিতে।

ঘাতকগুলোর হাত কাঁপেনি মনে-প্রাণে কীট নরকের
ঘুম ভাঙেনি বাংলাদেশের আজও অনেক মীরজাফরের।

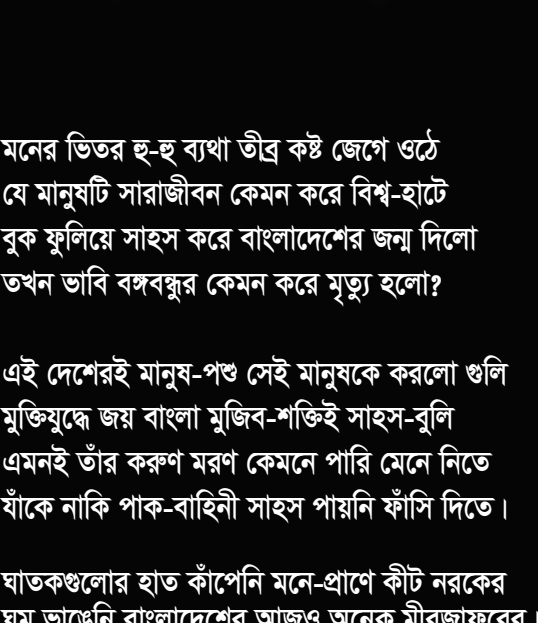

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশি-বিদেশি চক্রান্তে নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় ঘাতকের হাতে নিহত হন। সেদিন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ কামাল ও শেখ জামাল, কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাশেল, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও পারভীন জামাল রোজী, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ আবু নাসের, ভগ্নিপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, তাঁর কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, দৌহিত্র সুকান্ত আবদুল্লাহ, ভাতুষ্পুত্র শহীদ সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে ও যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি এবং তার স্ত্রী বেগম আরজু মনি, বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা অফিসার কর্নেল জামিলউদ্দিন আহমেদ ও কিশোর আবদুল নঈম খান রিন্টুসহ ১৬ জনকে ঘাতকরা নির্মমভাবে হত্যা করে।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ও দু'টি প্রামাণিক দলিল

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবার হত্যাকাণ্ডের পর শুরু হয় বাঙালির গৌরব মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসকে পাল্টানোর প্রয়াস। সর্বোচ্চ চেষ্টা চলে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে মুছে ফেলার, স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে উঠে আসে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠকারী মেজর জিয়াউর রহমানের নাম। একটি প্রজন্ম বেড়ে ওঠে ইতিহাসের অসত্য পাঠের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরে ২০০৯ সালে হাইকোর্টের এক ঐতিহাসিক রায়ে প্রতিষ্ঠিত হলো প্রকৃত সত্য। বিচারপতি জনাব এ বি এম খায়রুল হক ২০০৪ সালে প্রকাশিত ১৫ খণ্ডের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের তৃতীয় খণ্ডটি বাজেয়াপ্ত করার রায় দেন, এই বাজেয়াপ্ত করার রায়টি বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার রায় হিসেবেই সুপরিচিত। বিচার কাজ পরিচালনার সময় দু'টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে রায় ঘোষণা করা হয়, প্রথমত ঃ বাঙালি জাতির পক্ষে কার স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করার প্রকৃত অধিকার ও যোগ্যতা ছিল এবং কে বাঙালি জাতির প্রতিনিধিত্ব করতেন, দ্বিতীয়ত ঃ স্বাধীনতার ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে কে করেছিলেন। এই দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে বিরোধী পক্ষের বক্তব্য ছিল যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করে থাকলে তা ২৬ কিংবা ২৭ তারিখের পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। কিন্তু একাত্তরের অবরুদ্ধ বাংলাদেশে ২৫ মার্চের পরে মার্চ মাসের আর কোন পত্রিকা পাওয়া যায় না। এর সমাধান হিসেবে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা The Times এবং The Financial Times-এর মূল কপি লন্ডন থেকে আনানো হয় এবং আদালতে দাখিল করা হয় যা এই রায়ের অন্যতম দলিল হিসেবে বিবেচিত। The Times ২৭ মার্চ ১৯৭১ সংখ্যার প্রথম পাতার শিরোনাম ছিল "Heavy Fighting as Shaikh Mujibur Declares E Pakistan indipendent" প্রতিবেদনটিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়, "Shaikh Mujibur Rahman had Proclaimed the region an independent republic. একই পত্রিকার ঐ দিনের সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল "Pakistan on the Bank of War" সম্পাদকীয়তেও পাওয়া যায়, "Shaikh Mujibur Rahman, the acknowledged leader of Bengali Nationalism in the province, responded heroically to the Pakistan army's intervention with a call for residence and a declaration of independence." আর পত্রিকার ১২ পাতায় উপসম্পাদকীয়তে লেখা হয় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে, যার শিরোনাম ছিল "Shaikh Mujibur Rahman, now faces the crisis he has always feared: The Making of a martyr". মূল্যবান এই প্রামাণিক দলিলটি বিচারপতি জনাব এ বি এম খায়রুল হক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য প্রদান করেছেন।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

FILE COPY

urday March 27 1971
s. 58,132 Price 5p
p in Eire)

THE TIMES

Heavy fighting as Shaikh Mujibur declares E Pakistan independent

Civil war raged in the eastern region of Pakistan last night after the provincial leader, Shaikh Mujibur Rahman, had proclaimed the region an independent republic. President Yahya Khan outlawed the Shaikh's Awami League and denounced the Shaikh himself as a traitor whose crime "would not go unpunished".

Political activity throughout Pakistan has been banned and total censorship has been imposed.

Official communications between East Pakistan and the rest of the world have been cut. The only news about the day's dramatic developments came in clandestine radio bulletins broadcast from Dacca and from reports by travellers crossing into India.

The Press Trust of India, quoting reports from the East Pakistan-India border, said that Dacca, the capital of the eastern wing, had become a "battlefield". It also quoted Shaikh Mujibur's claim that West Pakistan troops had been surrounded by East Pakistan troops and police in six cities.

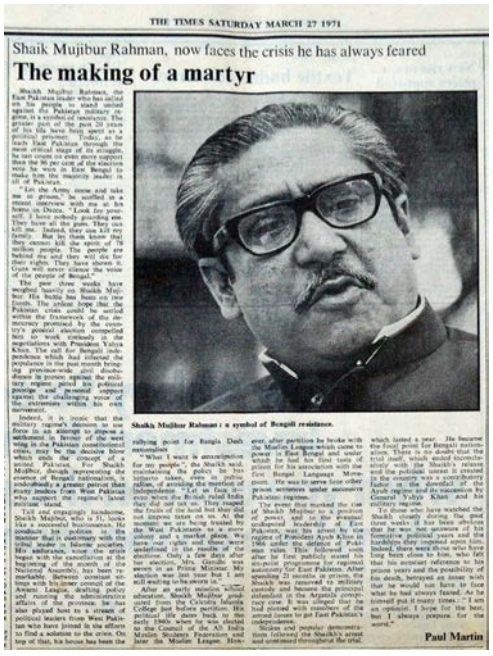

THE TIMES SATURDAY MARCH 27 1971

Shaik Mujibur Rahman, now faces the crisis he has always feared

The making of a martyr

Shaikh Mujibur Rahman : a symbol of Bengali resistance.

Paul Martin

[…]S AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

[…] of Bangla Desh & All of the World.

No. dated at the

SUBJECT

Pakistani arm forces suddenly attacked EPR at Peelkana & Police forces at Rajar Bagh from 0000 hrs 26 march killing lacs of unarmed people. A strong battle going on with EPR and police forces in the streets of Dacca. People are fighting galantly with enemy forces for the freedom of Bangla Desh. Every section of the people of Bangla Desh are asked to resist enemy force at any cost in every corner of Bangla Desh.

May Allah bless you & help you

Joy Bangla

Mujibur Rahman.

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর

ভাষা সৈনিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড্যান্ট মানিক চৌধুরী ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে কারাবরণ করেছিলেন। ৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামীলীগের প্রার্থী হিসেবে চুনারুঘাট বাহুবল-শ্রীমঙ্গল আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২৫ মার্চ রাতে গ্রেফতার হবার আগে ইপিআর ওয়ারলেসের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর পাঠানো স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি তিনি পান এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ করার উদ্দেশে তাঁর নির্বাচনী এলাকার চা-শ্রমিকদের নিয়ে গঠন করেন তীরন্দাজ বাহিনী। তিনি হবিগঞ্জ সরকারি অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করেন এবং সিলেটের প্রথম ও দীর্ঘস্থায়ী শেরপুর-সাদিপুর যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। বঙ্গবন্ধুর অনুসারি এই বীর মুক্তিযোদ্ধা ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু প্রেরিত সেই ওয়ারলেস ম্যাসেজটি সংরক্ষণ করেন এবং তাঁর কন্যা সাংসদ কেয়া চৌধুরী সেটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রদান করেন।এই প্রমাণিক দলিলসমুহ বর্তমান প্রজন্মের কাছে নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসকে তুলে ধরে।

ছবি-আলাপ

তাজউদ্দীন আহমদ : নিঃসঙ্গ সারথী

গত ২৩ জুলাই ছিল বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ৯৬তম জন্মবার্ষিকী। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে দিনটি। ২৩ জুলাই ২০২১ থেকে ৪৮ ঘণ্টা গুণী নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত তাজউদ্দীন আহমদ : নিঃসঙ্গ সারথী প্রামাণ্যচিত্রটি ভিমিও লিংকে প্রদর্শিত হয়। চারশ'এর অধিক দর্শক ছবিটি দেখেন এবং ২৫ জুলাই এক অনলাইন আয়োজনে পরিচালক তানভীর মোকাম্মেল প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণপূর্ব গবেষণা ও নির্মাণকালীন অভিজ্ঞতার আলোকে নেতা তাজউদ্দীন আহমদকে তুলে ধরেন। তার এই মূল্যবান আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ পাঠকদের উদ্দেশে নিবেদন করা হচ্ছে-

''এই ছবিটি তৈরির পেছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে যে, আমাদের দেশে তরুণদের সামনে একজন প্রকৃত ভাল রাজনীতিবিদ কেমন হওয়া উচিৎ সেই রোল মডেলের অভাব আছে। একজন আদর্শ, সৎ, দক্ষ, মেধাবি, দেশপ্রেমিক , প্রচার বিমুখ রাজনীতিবিদ কেমন হতে পারে যখন কল্পনা করি তখন তাজউদ্দীন আহমদ-এর মুখটাই আমাদের সামনে ভেসে উঠে। তাই যখন সিমিন হোসেন রিমি আমাকে তার পরিবারের পক্ষ থেকে বলেছেন আমি সাগ্রহে রাজী হয়েছি। এটা সাধারণ একজন মানুষ, তাজউদ্দীন আহমদের ছবি। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমাদের এত এত সীমাবদ্ধতা বাঙালি জাতির, এর মধ্যে একজন বিদ্যাসাগর কীভাবে জন্মালো এটা একটা মহা আশ্চর্য। আমার মনে হয় আমাদের এই কুটিল নোংরা মিডিওকার রাজনীতিতে একজন তাজউদ্দীন আহমদ কীভাবে সৃষ্টি হলেন সেটাও একটা বিস্ময়। তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং ওই সময়ে তিনি ১২তম স্থান অধিকার করেছিলেন পুরো কলকাতা বোর্ডে, সম্পূর্ণ বাংলায়, একজন মুসলিম পরিবারের ছাত্রের জন্য সেই সময় সেটা কম না। দেশভাগের পর বঙ্গবন্ধু এলেন কলকাতা থেকে, তিনি তরুণ উদ্যোগী নেতা, সোহরাওয়ার্দীর স্নেহধন্য এবং তাজউদ্দীনের সাথে ওর সম্পর্ক তৈরি হয়, সেই সম্পর্কই আমরা জীবনের শেষ পর্যন্ত দেখতে পারি, এমন নিগূঢ়, অসাধারণ দুই ভাইয়ের মত সম্পর্ক রাজনীতিতে খুব একটা দেখা যায় না। তিনি কিন্তু ঢাকায় তখনই একজন গুরত্বপূর্ণ তরুণ নেতা ছিলেন এটা বোঝা যায় যে ৪৮ সালে যখন ভাষা আন্দোলনের সময় জিন্নাহ ঢাকায় এসেছিলেন, তখন যে পাঁচজন ছাত্রনেতা তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে তাজউদ্দীন আহমদ সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন। তিনি তখন মুসলিম লীগের প্রাদেশিক নেতার বিপরীতে জয় লাভ করেন, ফলে বোঝা যায় যে তিনি একজন সম্ভাবনাময় তরুণ রাজনীতিবিদ হিসেবে জীবন শুরু করেন।

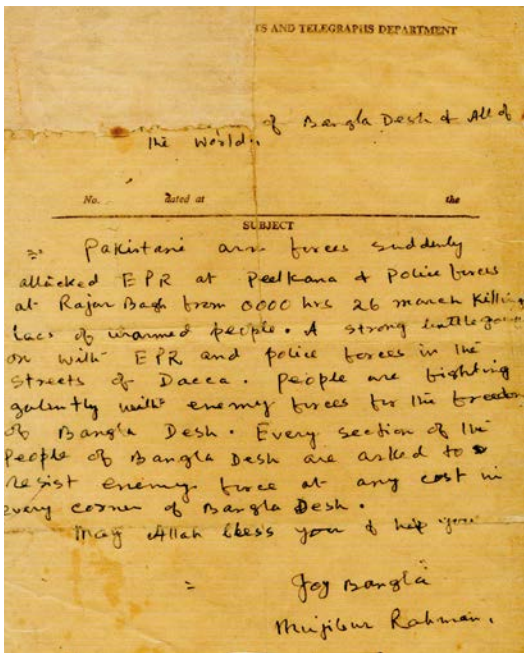

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কটাই হয়তো তাজউদ্দীন আহমদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। একটা ঘটনা বলি, কীভাবে বঙ্গবন্ধু তাঁকে ভালবাসতেন, তাঁর ওপর নির্ভর করতেন। ৭০-এর নির্বাচনের সময় আরিচা রোডে তাজউদ্দীনের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে এবং তিনি পড়ে পায়ে ব্যথা পান, তাজউদ্দীন আহমদ আহত হয়েছেন জেনেই বঙ্গবন্ধু ঝড়ের মতো ছুটে যান, বঙ্গবন্ধু সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনকে লিলি নামে ডাকতেন, তিনি বললেন "লিলি তুমি কিন্তু তাজউদ্দীনকে অনেক যত্ন আত্তি করবে, জানোই তো ও আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।" বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ৬৬ সাল থেকে সংগঠনটি গোছানোর কাজে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন, সত্তরের নির্বাচনে এত বিশাল সাফল্য আওয়ামী লীগ পেল, তার অন্যতম একটি কারণ সংগঠনটি খুবই গোছানো ছিল, এর কৃতিত্ব অনেকটাই তাজউদ্দীন আহমদকে দিতে হবে।

ভুট্টো তার সহকারীদের বলতেন, "আরে দেখো শেখ মুজিবকে তো একটা আবেগী কথাবার্তা বলে ম্যানেজ করা যাবে, কিন্তু পিছনে ফাইল হাতে যে লোকটা দাঁড়িয়ে থাকে, তাজউদ্দীন, ওকে কোনভাবে কিছু করা যাবে না বুঝেছো, ঐখানে আসল সমস্যা", কারণ তাজউদ্দীন এমন একটা প্রশ্ন করে বসতেন যে পিপলস পার্টির প্রতিনিধিদের আর তেমন কোনো জবাব থাকত না। শত্রুর কাছ থেকে প্রশংসা সবাই পায় না। তিনি যখন স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী হলেন, তখন দুর্দণ্ড প্রতাপ রবার্ট ম্যাকনামারা বিশ্বব্যাংকের প্রধান, সেই রবার্ট ম্যাকনামারা দুই তিন বছর পরে বলেছেন "আমার বিবেচনায় তাজউদ্দীন আহমদ ইজ নাউ দি ফাইনেস্ট ফাইন্যান্স মিনিস্টার ইন দা ওয়ার্ল্ড।" বিশ্বব্যাংকের প্রধান-এর কাছে থেকে এই স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় কতখানি যোগ্যতা থাকলে।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি যে, তাজউদ্দীন আহমদ যদি হাল না ধরতেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিণতি কি হতো, কীভাবে হতো কল্পনা করা কঠিন। আমরা যদি মুক্তিযুদ্ধে ব্যর্থ হতাম, বঙ্গবন্ধুকে কি পাকিস্তানিরা ছেড়ে দিত? যেহেতু আমরা সফল হয়েছি, ওরা বাধ্য হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দিতে। মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের পেছনে তাজউদ্দীন আহমদ-এর মেধা, দূরদর্শিতা, বিশ্বরাজনীতি ও উপমহাদেশীয় রাজনীতি বোঝার দক্ষতা ভূমিকা রেখেছিল। আমাদের এই দেশকে বলে ১২ ভুঁইয়াদের দেশ, এখানে নানারকম স্থানীয় কমান্ডার ছিল, তাদের বিভিন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, তাদের কারো কারো মাঝে রেষারেষি ছিল, এদের নিয়ে সেক্টর গড়া, ভারতের সঙ্গে অস্ত্র, রসদ-এর ব্যাপারে দেন-দরবার করার কাজগুলো কখনোই সহজ ছিল না। যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা ভারতবর্ষের নেতাদের তিনিই বুঝিয়েছেন।

বৈশ্বিক গণমাধ্যমও যে ব্যাপকভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল এর কারণ তাজউদ্দীন আহমদ অত্যন্ত দক্ষভাবে তাদেরকে মূল বিষয়গুলো বোঝাতে পেরেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষপর্যায়ে বিএসএফের প্রধান রুস্তমজী বললেন; "নাউ দ্যাট ওয়ার ইজ ওভার, উই আর গোয়িং ব্যাক ওয়ে, ক্যান হোপ দ্যাট এন ইটারনাল রিলেশনশিপ বিট্রইন ইন্ডিয়া এন্ড বাংলাদেশ" তখন তাজউদ্দীন বললেন "ইয়েস, ইটারনাল রিলেশনশিপ বাট ইকুয়াল" ছোট দেশ হওয়া, সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও আমরা কোনো দেশের অধীন না, এখানে বন্ধুত্ব হবে সমতার ভিত্তিতে। এই দৃঢ় অবস্থান, যেখানে ফুটে উঠেছে স্টেটসম্যান কোয়ালিটি। তাজউদ্দীন আহমদ-এর ছিল অসাধারণ মানবিক বোধ, একাত্তরে মতিউর রহমান তাঁর সচিব ছিলেন, একদিন সকালে উঠে তাকে রুমে পেলেন না, পেলেন পেছনে একটা ঘরে, সেখানে পিওন অসুস্থ তাই পিওনের মাথায় তাজউদ্দীন আহমদ পানি ঢালছেন, পৃথিবীর কয়টা প্রধানমন্ত্রী এই কাজ করবে? তাজউদ্দীন আহমদ তোফায়েল আহমেদকে বলেছিলেন "জীবনের সমস্ত অর্জন আমরা বঙ্গবন্ধুর ব্যাংকে জমা রেখে যাবো" মানে বঙ্গবন্ধুর জন্য সবকিছু করেছেন এবং বঙ্গবন্ধুকে সামনে রেখে সবকিছু করেছেন, গাফ্ফার সিদ্দিকীকে তাজউদ্দীন বলেছিলেন "যদি ব্যস্ত না থাকেন দেখুনতো স্টেটসম্যানে একটা লেখা যদি লেখা যায়, কিন্তু খেয়াল রাখবেন বঙ্গবন্ধুর জন্য সেরা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করবেন, আর আমাকে একটু কম ভাল শব্দ দিয়ে লিখলেও অসুবিধা নেই।'' নেতাকে সম্মান দিয়ে নিজেকে আড়ালে রাখা খুব বড় মনের মানুষ না হলে সম্ভব না। আমার মনে হয় যে তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব চরিত্র, সে জন্যই নাম দিয়েছি নিঃসঙ্গ সারথী। সারথী আরেকজনের জন্য রথ চালায়, বঙ্গবন্ধু ভাগ্যবান যে তিনি এমন একজন সারথী পেয়েছিলেন, আর এটা হয়তো বঙ্গবন্ধুর দুর্ভাগ্য যে তিনি মাঝপথে তাঁকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমি তরুণদের বলব যে একজন সহযোগী আদর্শবাদী রাজনীতিবিদ কীরকম হয় সেটি তাঁর কাছ থেকে শিখতে।

তাজউদ্দীন আহমদ সবসময়ে নিজেকে নিভৃতচারী রেখে, আড়ালে রেখে কাজ করেছেন, তিনি বলেছিলেন যে "আমরা এমনভাবে কাজ করি যাতে ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদদের আমাদের খুঁজে পেতে কষ্ট হয়" সত্যি বলতে এই প্রামাণ্যচিত্র করতে গিয়ে আমি যখন গবেষণা করেছি আসলেই খুঁজে পেতে কষ্ট হয়েছে, মুজিবনগর সরকার কীভাবে কাজ করেছে, কীভাবে তাজউদ্দীন আহমদ কাজ করেছেন এটা একটা বিস্ময়, একটা আবিষ্কার। যত দেখেছি তত মুগ্ধ হয়েছি। এত সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাঁরা এত অসাধারণ কাজ করেছেন, এত বিপরীতমুখী শক্তিকে এক জায়গায় এনে কত অসাধারণ সব সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এমনকি বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ৫ বছর পরে কী হবে, সেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও তাঁরা করেছিলেন, এতো দূরদর্শিতা! সেই জায়গা থেকেই আমার মনে হয়েছিল যে আমরা এক অসাধারণ নেতা পেয়েছিলাম, যাঁকে আমরা দুঃখজনকভাবে হারিয়েছি।

Shared Journey

Country Presentation of Bangladesh

The country panel of Bangladesh provides a glimpse of the victim women stories of suffering during and after the war in many ways. During the Liberation War of 1971, the Pakistan occupation army and their local collaborators perpetrated international crimes (genocide, crimes against humanity, war crimes) and massive human rights violations against the Bengali civilians. Pakistan Army committed sexual assault, including kidnapping, rape, torture, forced pregnancy of Bengali women. Around 3,00,000-4,00,000 women were raped, and approximately 4,000 war babies were born due to war-time rapes in 1971. Many of the victims faced social castigation and were not taken back by their family.

Immediately after the independence, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman embraced the rape victims as 'Beerangona'. He took measures for their rehabilitation, including the legalization of abortion by rape victims of 1971 and formed the National Board of Women's Rehabilitation Program in early 1972 to look after victim women. The Government also communicated

with international humanitarian groups to facilitate the adoption of war babies by interested families from abroad. Supported by philanthropic organizations like IPPF and others, clinics and delivery centres were set up for the victims willing to avail the abortion services. In the rehabilitation centres, victim women were trained on skill-based works to get settled in life, and with their consent, their marriages were organized. Mother Teresa came forward to build shelter homes for war-babies and their mother.

The rehabilitation programme was suspended immediately after the brutal killing of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in 1975. The Rehabilitation Centres were closed, Beerangonas were deserted. After a decade, a new shift began with the people's initiative to memorialize and demand of justice for genocide raised through social movement led by Martyr's Mother Jahanara Imam. The movement established a People's Tribunal (Gonoadalot) in 1992. As an outcome of that social movement, to break the silence of Beerangonas, Ferdousi Priyobhashini, a sculptor, and a few other Beerangonas came forward to narrate publicly their sufferings of war-time and post-war struggle. Beerangonas or victim women's narrative showed their resilience

See Page 4

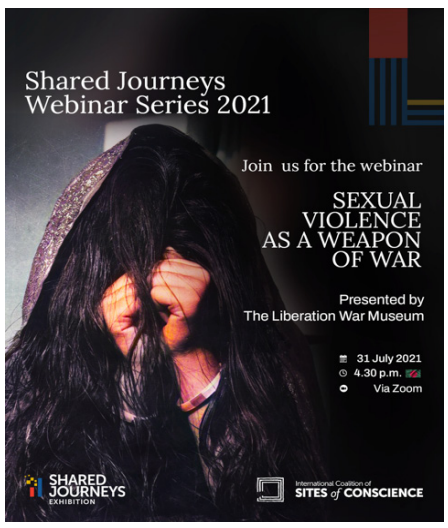

সাত জাতি শেয়ার্ড জার্নি এক্সিবিশন

অভিন্ন অভিযাত্রা : ইতিহাসের অবদমিত বয়ান

ইতিহাস থেকে মুছে যাওয়া প্রান্তিক মানুষদের বাস্তব জীবন-অভিজ্ঞতা ও কাহিনী, জনমানুষের গল্প তুলে ধরা ও মন-মানসে ঔপনিবেশিকতা মোচনের উদ্দেশ্যে সাইটস অব কনসাইন্স নেটওয়ার্ক- এর সহযোগিতায় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ৭টি দেশের ১২টি প্রতিষ্ঠানের যৌথ কার্যক্রমের ভিত্তিতে ***শেয়ার্ড জার্নি এক্সিবিশন*** আয়োজিত হয়েছে। ২০১৯ সালে ভারতের ধর্মশালায় এশিয়ান সাইটস অব কনসাইন্সের আঞ্চলিক সভায় মে ২০২১ ফিজিক্যাল ট্রাভেলিং এক্সিবিশন হিসেবে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোতে অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কিন্তু বিশ্বব্যপী করোনা ১৯ অতিমারি অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় প্রদর্শনীটি অনলাইনে করা হয়েছে। প্রদর্শনীটি কিউরিট করেন রাধীকা হেত্তিয়ারাসি, শ্রীলংকা।

জুলাই থেকে আগস্ট ২০২১ পনের দিনব্যাপী ইংরেজি অ্যালফ্যাবেটিক ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, তাইওয়ান এবং তিব্বত-ইন-এক্সাইল (ভারত)সহ অংশগ্রহণকারী সাতটি দেশের প্রদর্শনী উদ্বোধন ও বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়।

এই প্রদর্শনীতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বীরাঙ্গনা ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী'কে একক স্টোরি হিসেবে উপস্থাপন করে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার নারীদের মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং পরবর্তী জীবন সংগ্রামকে তুলে ধরে ***"ধর্ষিত বাংলাদেশ"*** শীর্ষক প্রদর্শনী উপস্থাপন করে। গত ৩১ জুলাই ২০২১ বিকাল ৪.৩০ মিনিটে বাংলাদেশ প্রদর্শনীর উদ্বোধন এবং *"Sexual violence as weapon of war"* বিষয়ে দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্বেচ্ছাকর্মী মো: ফজলে রাব্বি এবং মডারেট করেন তাইওয়ান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থেরেসা দের-লান ইয়েহ। আলোচনা প্যানেলে অংশ নেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কিউরেটর আমেনা খাতুন, কাম্বোডিয়ার কেইডি করুনা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক টিম মিনেয়া এবং অধ্যাপক নয়নিকা মুখার্জি, ডারহাম ইউনিভার্সিটি। দর্শক প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম

ট্রাস্টি মফিদুল হক। অনুষ্ঠানটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেসবুক পাতায় লিংক করা হয়।

৪ আগস্ট ২০২১ কাম্বোডিয়ার প্রদর্শনী উদ্বোধন ও ওয়েবিনার অনুষ্ঠান মডারেট করেন ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী এবং ১৩ আগস্ট তিব্বত-ইন-এক্সাইল, ভারতের অনুষ্ঠানের প্যানেল আলোচনায় ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্বেচ্ছাকর্মী ইমরান আজাদ।

সাত-জাতির যৌথ প্রদর্শনী দেখতে ক্লিক করুন: https://sharedjourneys.online/

"ধর্ষিত বাংলাদেশ"

একাত্তরে নির্যাতিতা নারীর স্বীকৃতি, বিস্মৃতি ও নব-উত্থান

দেখতে ক্লিক করুন: https://sharedjourneys.online/country/bangladesh

ফেসবুকে বাংলাদেশ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখতে ক্লিক করুন: https://www.facebook.com/liberationwarmuseum.official/videos/4115817168504126

এই প্রদর্শনী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ইতিহাস বস্তুত দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়। কাহিনিগুলো ব্যতিক্রমী নয় এবং তাদের অভিঘাত কেবল একটি নির্দিষ্ট দেশের বিষয় নয়। এসব আমাদেরই বিশ্বের গল্প। ইতিহাসকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে এ সকল কাহিনী বিশেষ গুরুত্ব

বহন করে। এগুলো পরিচয় পুনরুদ্ধারের গল্প, যারা হারিয়ে গেছে তবে বিস্মৃত হয়ে যায়নি।

সুফিয়া নাজনীন
সহকারি আর্কাইভ কর্মকর্তা

ধর্ম-বৈচিত্র্যের সমন্বয় : আন্তর্জাতিক কর্মশালা

২৭-২৯ জুলাই, ২০২১

International Coalition of SITES of CONSCIENCE

ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব সাইটস অব কনশাস-এর উদ্যোগে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য আন্তর্জাতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিগত ২৭-২৯ জুলাই ২০২১ অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় ও সহাবস্থান নিশ্চিত করা বিষয়ে কর্মশালা। তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাকালে বলা হয়, বিগত দশকগুলোতে ধর্মকে কেন্দ্র করে সংঘাতের প্রবণতা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রত্যেক ধর্মগোষ্ঠীই এর সঙ্গে জড়িত। মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর আক্রমণ, ইরাকে কুর্দিদের, সিরিয়ায় খৃস্টানদের, আর্জেন্টিনায় ইহুদিদের, নাইজেরিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় মুসলমানদের ওপর আক্রমণ দৃশ্যগ্রাহ্য হচ্ছে। এর পাশাপাশি ধর্ম-পালনকারী সম্প্রদায়ের অনেক ইতিবাচক ও সমন্বয়মূলক পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। এমনি পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার তরুণদের নিয়ে আয়োজিত হয় এই কর্মশালা। এই আয়োজনে দুইদিন দু'টি বিশেষ প্যানেল আলোচনার ব্যবস্থা ছিল, যেখানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরও অংশ নেয়।

কর্মশালার উদ্বোধন করেন ওয়ার্ল্ড ফেইথ্স্ ডেভলপমেন্ট ডায়ালগের নির্বাহী পরিচালক ক্যাথরিন মার্শাল। তিনি ধর্ম ও সমাজের বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় তৈরিতে কাজ করার ওপর গুরুত্ব দেন এবং এজন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংলাপের ওপর জোর দেন।

দ্বিতীয় দিনের প্যানেলের আলোচ্য ছিল ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সংঘাত মোকাবিলার উপায়। ব্রাজিলের বেনজামিন সেরোসি পরিচালিত এই প্যানেলের আলোচক ছিলেন নেদারল্যান্ডের চিলেকোঠার উপাসনালয় মিউজিয়ামের ব্রিজিট বুশনার, ইরাকের পিস অ্যাণ্ড ফ্রিডম অর্গানাইজেশন-এর পরিচালক আব্দার ইউসিফ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মফিদুল হক।

মফিদুল হক উপমহাদেশে ধর্মীয় বিভাজন ও সংঘাত এবং ধর্মভিত্তিতে দেশভাগের নিদারুণ পরিণতি মেলে ধরে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমন্বিত জীবনচেতনা ব্যাখ্যা করেন। পাকিস্তানি দ্বিজাতি-তত্ত্ব ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে ফারাক ও দ্বন্দ্ব তৈরি করেছিল। তার বিপরীতে, ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ মিলনের আদর্শ তুলে ধরেন। এই ভিত্তিতে বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং বর্তমান জটিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে অসাম্প্রদায়িক চেতনার গুরুত্ব তিনি ব্যাখ্যা করেন। চলমান এই সংগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যে শক্তি সঞ্চার করতে পারে সেই নিরিখে জাদুঘরের কার্যক্রমের পরিচয় প্রদান করেন তিনি।

কর্মশালার শেষ দিন ছিল ধর্মীয় সহনশীলতার আদর্শ প্রতিফলনকারী কমিক বই তৈরি সংক্রান্ত কর্মশালা। তিনদিনের এই কর্মশালা তরুণদের নতুন ভাবনা ও কর্মের দিকনির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়েছে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

THE DAILY TELEGRAPH

TANKS CRUSH REVOLT IN PAKISTAN

7,000 slaughtered: Homes burned

Telegraph REPORTER ESCAPES NET

BRITAIN WILL NOT INTERVENE SAYS SIR ALEC

সাইমন ড্রিং হানাদারদের বর্বর গণহত্যার চিত্র তুলে ধরেছিলেন বিশ্বদরবারে

LIBERATION WAR MUSEUM

সাইমন ড্রিং

(১১ জানুয়ারি ১৯৪৫ - ১৬ জুলাই ২০২১)

২৫ মার্চ ১৯৭১ গণহত্যার সূচনায় বিদেশি সাংবাদিকদের আটক করে ভোর রাতে বিমানযোগে পাঠিয়ে দেয়া হয় দেশের বাইরে। গণহত্যার বিবরণ কেউ যেনো জানতে না পারে, সেটাই ছিল উদ্দেশ্য। পাকিস্তানি সেনাদের ফাঁকি দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে রয়ে যান *ডেইলি টেলিগ্রাফের* সাংবাদিক সাইমন ড্রিং। গোপনে শহর ঘুরে দেখেন হত্যালীলা, সংগ্রহ করেন সংবাদ। পরে দেশের বাইরে গিয়ে তিনি প্রকাশ করেন সরেজমিন রিপোর্ট, আলোড়ন জাগে সারা দুনিয়ায়।

তিনি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ ছিলেন। ১৯৯৬ সালে জাদুঘর এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ক্রেস্ট উপহারের মাধ্যমে তাঁকে সম্মানিত করে। আগারগাঁওস্থ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন ভবন নির্মাণ যাত্রার মাটি খনন কাজ তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমেমে শুরু হয়। সাইমন ড্রিং-এর প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

নতুন ভবন নির্মাণ যাত্রায় সাইমন ড্রিং

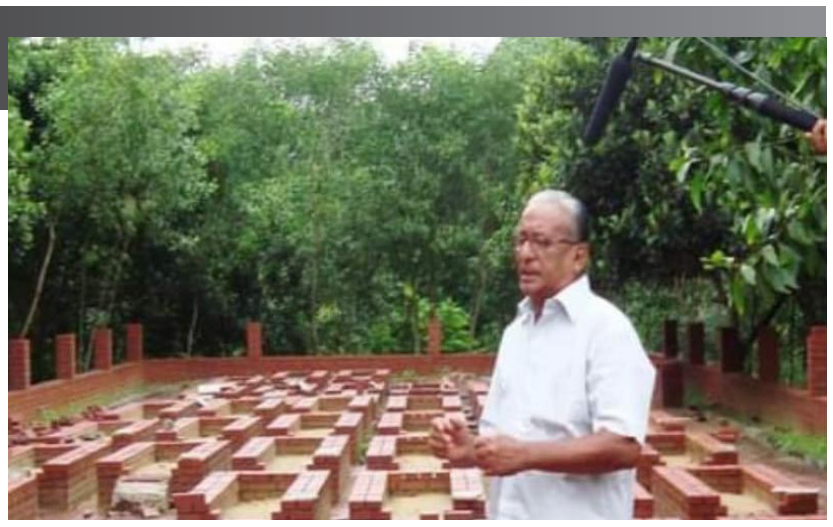

কুল্লাপাথর সমাধি পাশে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল করিম

আব্দুল করিম

আব্দুল করিম কেবল একটি নাম নয়, একটি ইতিহাস। যে নামটি জড়িয়ে আছে বাঙালির অহংকার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাথে। আব্দুল করিম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার কুল্লাপাথর এলাকার বাসিন্দা। এলাকাটি সীমান্তবর্তী, ওপাশে ভারতের আগরতলা, যেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শিবির ছিল, ফলশ্রুতিতে এ অঞ্চলে পাকবাহিনীর আক্রমণ ছিল কিছু বেশি। আখাউড়া থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত সীমান্ত এলাকা জুড়ে পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত লড়াই চলতো। লড়াইয়ে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের মৃতদেহ সবসময় উদ্ধার করা যেত না, অনেক ক্ষেত্রে তাদের সমাধি হতো ভারতের সীমানায়। শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের মাটিতে কবর দেয়া যায় কি-না এমন ভাবনা থেকেই আব্দুল করিমের বাবা আব্দুল মান্নান শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নিজ বাড়িতে সমাহিত করতে শুরু করেন, কেননা এ অঞ্চলটি ছিল মুক্ত এলাকা। ধীরে ধীরে ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা সমাহিত হন ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই সমাধিস্থলে। একাত্তরে তরুণ আব্দুল করিম স্থানীয় স্কুলে সবে শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন, দেশের প্রতি দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এবং তাঁর বাড়ি সীমান্তবর্তী হবার কারণে তিনি পিতার সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সমাহিত করার কাজেও সহায়তা করতেন। পিতার মৃত্যুর পর এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন আমৃত্যু। নীরবে নিভৃতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বয়ে নিয়ে চলা এই বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত হলেন।

তাঁরা পালন করে গেছেন তাঁদের ভূমিকা, পরবর্তী প্রজন্ম যেন এই মহৎ মানুষদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়, তাঁদের কাজকে ধারণ করে এগিয়ে নিয়ে যায়।

Country Presentation

From Page-3

and struggle that is not much known. FerdousiPriyobhashini represented that in a gallant way. Her emergence as sculpter is amazing. She inspired many other Beerangonas as well as the youths of Bangladesh.

kkssksjsjj Newly elected Awami League government, lead by Sheikh Hasina, established the International Crimes Tribunal of Bangladesh (ICT-BD) in 2010 to end the impunity of local collaborators and provide justice to the victims includingBeerangonas. The government has formally recognized the Beerangonas as freedom fighters. The victims now receive financial, health and other support from the govt. Their life has changed for better, but we still have a long way to go for their rehabilitation in the hearts and minds of the people.

The Rape of Bangladesh with its victims of sexual violence and the struggle of the victims to claim rightful place in life as well as the efforts of Bangladesh to stand by the Beerangonas remained marginalized by the major narrative that unfolds in the usual linear forms. But the narrative of the victims with their lived experience call for understanding and analysis from a different perspective. LWM has collection of many such stories and hope the exhibition will help all to look beyond the exclusive history.

We like to invite you to visit the Shared Journey Exhibition and partake in all events organized as part of the exhibition. I would especially like to request all of you to visit Liberation War Museum physically or virtually to know more about the Liberation War of 1971 and Bangladesh genocide, including sexual violence against Bangladeshi women and their war and post-war struggle.

Thank you all.

Amena Khatun

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ জেনোসাইড স্কলারস-এর সম্মেলন

সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের অংশগ্রহণ

বিগত ১৯ জুলাই থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত জেনোসাইড অ্যান্ড ইট'স প্রিভেনশন ইন দ্য ডিজিটাল এইজ" এই প্রতিপাদ্যে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ জেনোসাইড স্কলারস-এর ১৫তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, এ আয়োজনের সংগঠক হিসেবে দায়িত্বে ছিলো ইউনিভার্সিটি অফ বার্সেলোনা। পাঁচ দিনব্যাপী পরিচালিত সম্মেলনের তৃতীয় দিনে কনফ্রন্টিং রোহিঙ্গা জেনোসাইড উইথ নিউ টেকনোলজি শিরোনামে সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর পক্ষ থেকে একটি প্যানেল আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এ প্যানেলের সদস্য হিসেবে সিএসজিজে-এর পাঁচজন তরুণ গবেষক এবং প্রধান হিসেবে সিএসজিজের পরিচালক মফিদুল হক অংশ নেন। প্যানেলের পাঁচ সদস্য তিনটি গবেষণা পত্র উপস্থাপন করেন।

উপস্থাপনায় সূচনা বক্তব্য রাখেন প্যানেল-প্রধান মফিদুল হক। শুরুতেই তিনি সিএসজিজের পরিচয় তুলে ধরেন। কীভাবে এবং কেন সিএসজিজে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর এই অসহায়ত্বে সমস্ত বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার ব্যাখ্যাই এই বক্তব্যে উঠে আসে। মফিদুল হক ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশি অসহায় মানুষের ভারতে আশ্রয় নেয়ার ঘটনার সাথে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থানের প্রেক্ষাপটের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ বাংলাদেশের জন্যে একটি সম্মানসূচক সুযোগ। এতে করে বাংলাদেশের ইতিহাস এবং নিজেদের অতীতকে আরো কাছ থেকে জানার ও বোঝার সুযোগ বাংলাদেশের তরুণরা পেয়েছে। এ কারণেই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি বাঙালির সহানুভূতি এবং সমবেদনা সবচেয়ে বেশি, যা রোহিঙ্গাদের অধিকারের পক্ষে দাঁড়াতে তাদের আরো শক্তি জোগায়। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের এই দৃঢ় মনোভাবই তাদের এ বিষয়ে গবেষণায় ধীরে ধীরে আগ্রহী করে তুলেছে। এর ফলস্বরূপ ২০১৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত সিএসজিজের তরুণ গবেষকেরা নিরন্তর কাজ করে চলেছে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর এ মানবিক সংকট দূরীকরণের চেষ্টায়। পরবর্তীতে করোনা মহামারীর প্রকোপে এ কাজের গতি কিছুটা রোধ হলেও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কীভাবে পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূলে এনেছে সে প্রসঙ্গে তিনি জানান। সবশেষে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার কীভাবে এ অবহেলিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত, অধিকার বঞ্চিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে অবদান রেখেছে তা নিয়েই আর্ট অ্যান্ড জেনোসাইড: ক্রিয়েটিং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিরোনামের একটি উপস্থাপনার মাধ্যমে তার বক্তব্য সমাপ্ত হয়।

পরবর্তীতে সিএসজিজের একজন তরুণ গবেষক এবং স্বেচ্ছাসেবক পৃথ্বি মেজবাহিন তার রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ক গবেষণা পত্রটি পরিবেশন করেন, যার শিরোনাম 'এডুকেটিং রোহিঙ্গা চিলড্রেন: ইউজ অফ ডিজিটাল টেকনোলজি'। পৃথ্বী তার উপস্থাপনা শুরু করেন শরণার্থী শিবিরে শিশুদের সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এই শরণার্থী শিশুদের শিক্ষার সুযোগ তৈরিতে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা তার আলোচনায় আসে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং দেশি ও বিদেশি এনজিওর অবদানও উঠে আসে এ আলোচনায়। ইউনিসেফ কীভাবে মায়ানমারের শিক্ষাব্যবস্থার আদলে শরণার্থী শিশুদের জন্যে পাঠ্যসূচি প্রস্তুত করে এবং এই মহামারী চলাকালীন পরিস্থিতিতেও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে কীভাবে পাঠদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে এটিই এই গবেষণা পত্রের মূল বিষয়। এই বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা যে ত্রুটিহীন নয়, সে বিষয়টিও এখানে আলোচনা হয়। তদনন্তর তিনি ব্যাখ্যা করেন এই সুবিধাবঞ্চিত শরণার্থী শিশুরা প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ কী কী বৈষম্যের কারণে শিবিরে থাকা সত্ত্বেও অধিকার বঞ্চিত এবং করোনা মহামারীর কারণে আরো কত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে নতুন করে। এ জনগোষ্ঠীর প্রতি করা নির্যাতন শিশুদের মানসিক অবস্থার কতটা অবনতি করতে পারে- এ ব্যাপারটিও তিনি তুলে ধরেন। পারিবারিক দায়দায়িত্ব তাদেরকে শিক্ষা থেকে কীভাবে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে এ বিষয়টিও আলোচনা হয়। পরিশেষে এসকল সমস্যার সম্ভাব্য ও সহজতম সমাধানের উপায়গুলো ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে পৃথ্বী তার এ আলোচনার ইতি টানেন।

শিশুদের নিয়ে সিএসজিজের এই গবেষণাপত্র উপস্থাপনের পরেই উপস্থাপিত হয় নারী বিষয়ক একটি গবেষণাপত্র। এটি সিএসজিজে এবং এশিয়ান জাস্টিস অ্যান্ড রাইটসের (আজার) যৌথ উদ্যোগ। কুয়েল্ট অফ মেমোরি অ্যান্ড হোপ : ডিজিটাল এক্সিবিশন অফ আজার অ্যান্ডএলডাব্লিউএম শিরোনামে গবেষণাপত্রটি উপস্থাপন করেন পিয়া কন্ডারসন এবং নাসরিন আক্তার। শুরুতেই তারা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শরণার্থী হওয়া এবং শরণার্থী শিবিরের প্রেক্ষাপট আলোচনা করেন। পরবর্তীতে শিবিরের রোহিঙ্গা নারীদের মানসিক অবস্থা উন্নতিতে ও দক্ষতা বিকাশে তারা কী কী প্রশিক্ষণ দেন এবং কর্মশালা পরিচালনা করেন সে বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করেন। কুয়েল্ট অফ মেমোরি অ্যান্ড হোপ মূলত এই নিপিড়ীত রোহিঙ্গা নারীদের ফেলে আসা অতীত এবং আশা জাগানিয়া ভবিষ্যতের স্বপ্ন সূচিকর্ম-শিল্প মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এ গবেষণাপত্র উপস্থাপনের মূল উদ্দেশ্যই হলো পৃথিবীর মানুষের কাছে এ অসহায় নারীদের অবস্থা ও চাওয়া তুলে ধরা। তাদের এই মানবাধিকার বঞ্চিত জীবনের সত্য সকলকে জানানো। রোহিঙ্গা নারীদের আঁকা ছবি ও বিভিন্ন হস্তশিল্প প্রদর্শনীর মাধ্যমে কীভাবে তারা মানুষের কাছে এ সব নারীদের কথা পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে সে বিষয়ও এখানে উঠে আসে। পরবর্তীতে করোনা মহামারীর প্রকোপে সারা বিশ্ব যখন থেমে আছে তখন কীভাবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে এ প্রদর্শনী এখনো চালানো হচ্ছে তাও জানানো হয়। এ পর্যায়ে তারা কিছু রোহিঙ্গা নারীর জীবনের ঘটনা তুলে ধরেন। আজারের সমন্বিত প্রশিক্ষণ এদের জীবনে কী পরিবর্তন বয়ে এনেছে এবিষয়েও আলোচনা হয়।

এ প্যানেলের সর্বশেষ উপস্থাপনা ছিলো 'ডিজিটাল টেকনোলজি ইন ডকুমেন্টিং ম্যাস অ্যাট্রোসিটি ক্রাইমস: আ প্রজেক্ট টু ইমপ্লিমেন্ট' শিরোনামে, যার উপস্থাপিকা শারজিন জাহান ও কাজী তাপসী রাবেয়া। প্রথমেই তারা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর এই সংকটের পটভূমি আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তারা প্রথমেই ২০১৭ সালের সংকটময় মুহূর্তে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেন। পরবর্তীতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন এনজিও, বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। বর্তমানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে গাম্বিয়ার আবেদনের কথা উল্লেখ করেন। এই আবেদনের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচানার সময় করোনা মহামারী রোহিঙ্গা শিবিরে কীভাবে আঘাত হানছে এ বিষয়টি জানানো হয়। তারপর, ন্যায় বিচারের স্বার্থে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি হয়ে যাওয়া নৃশংসতার প্রমাণ সংরক্ষণের ব্যাপারে ডিজিটাল টেকনোলজির ভূমিকা আলোচনা করেন তারা। ডিজিটাল ডকুমেন্টেশনের কার্যকারিতা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা কীভাবে তাদের টেস্টিমনি সংগ্রহ করছে এবং সেগুলোর ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন কীভাবে হচ্ছে এবিষয়ে আলোচনা হয়। এ পর্যায়ে তারা এ বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং সিএসজিজের আবদান সম্পর্কে জানায়।

উল্লেখ্য যে, ২০১৭ সালে জাদুঘর কতৃক প্রথম রোহিঙ্গা-টেস্টিমনি প্রকাশিত হয় 'দ্যা টেস্টিমনি অব সিক্সটি অন দ্যা ক্রাইসিস অফ রোহিঙ্গাস ইন মিয়ানমার' নামে এবং ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয় 'দ্যা রোহিঙ্গা জেনোসাইড : কম্পাইলেশন অ্যান্ড অ্যানালাইসিস অফ সার্ভাইভারস টেস্টিমনি' যা মূলত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অবস্থানের আইনি বিশ্লেষণ। পরবর্তীতে শারজিন তার আলোচনায় রোহিঙ্গা গণহত্যা ও বর্তমান সংকট বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও সংস্থা সমূহের ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন এবং প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে সকলকে অবগত করেন। মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গারা যে সকল প্রমাণ ও নথি বয়ে এনেছিল তার সংরক্ষণ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কীভাবে করছে এবং এ ক্ষেত্রে কী কী ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহৃত হচ্ছে তার বিশদ বিবরণ দেন তিনি। সবশেষে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আদালতের দু'টি খ্যাতনামা মামলার প্রেক্ষাপট উল্লেখের মাধ্যমে শারজিন ও তাপসী তাদের বক্তব্য শেষ করেন।

সমাপ্তিতে জাদুঘর ও সিএসজিজের কার্যক্রমের প্রতি আইএজিএস-এর সদস্যরা শুভেচ্ছা প্রদান করেন এবং তাদের এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেন। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ জেনোসাইড স্কলারস আয়োজিত এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও সিএসজিজের গবেষণা কার্যক্রম সফলতার মুখে আরেক ধাপ এগিয়ে যাবে, যা জাদুঘরের স্বেচ্ছাসেবক সকল তরুণ গবেষকদের গবেষণা কার্যক্রমে আরো উদ্দীপনা জোগাবে।

জাদুঘর স্বেচ্ছাসেবীর উচ্চশিক্ষায় সাফল্য

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্বেচ্ছাসেবী ইমরান আজাদ গত ২৪ জুলাই ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে সাফ্যল্যের সাথে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি যুক্তরাজ্য সরকারের কমনওয়েলথ স্কলার হিসেবে গত এক বছর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেইন্টএডমুন্ডস কলেজে পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। কেমব্রিজে অবস্থানকালে তিনি কেমব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল ল জার্নালে একজন সম্পাদক এবং কেমব্রিজ প্রো-বোনো প্রজেক্ট **অন দি প্রহি-**বিশন অব ইলট্রিটমেন্ট প্রোগ্রামে একজন গবেষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, ইমরান আজাদ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিজ (সিএসজিজে) আয়োজিত গণহত্যা ও ন্যায়বিচার বিষয়ক সপ্তাহব্যাপী আবাসিক উইন্টার স্কুলের একজন নিয়মিত রেসিডেন্ট মেন্টর। এ ছাড়াও তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত 'দি টেস্টিমনি অব সিক্সটি অন দি ক্রাইসিস ইন দি নর্দান রাখাইন স্টেট অব মিয়ানমার'এবং 'দি রোহিঙ্গা জেনোসাইড: কম্পাইলেশন এন্ড এনালাইসিস অব সার্ভাইবারস' টেস্টিমনিজ' শীর্ষক গবেষণাকর্ম দুইটির অন্যতম সহ-সম্পাদক। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)-তে আইনের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছেন ।

সিএসজিজে ডেস্ক

ভুলি নাই শহীদের কোন স্মৃতি/ ভুলব না কিছুই আমরা

শহীদ মাগফার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী আজাদ

আজাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেই মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি ঢাকার গেরিলা দল 'ক্র্যাক প্ল্যাটুন'-এর সদস্য হিসেবে বেশকিছু অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। দলটি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিস্ফোরণ ঘটায় এবং এই অপারেশনের পরই ২৯ আগস্ট আজাদের বাড়ি ঘেরাও করে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানি সেনাদল। এমপি হোস্টেল-এর সামরিক ক্যাম্পে নির্মম অত্যাচারের পর তাঁকে হত্যা করা হয়।

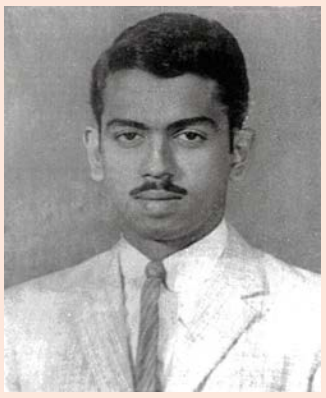

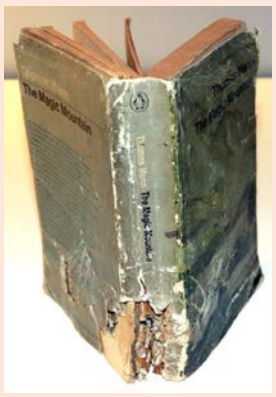

শহীদ মাগফার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী আজাদের গুলিবিদ্ধ বই

দাতা: আনিসুল হক এবং ফেরদৌস আহমেদ জায়েদ

শহীদ আলতাফ মাহমুদ (১৯৩৩ - ১৯৭১)

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের সুরকার আলতাফ মাহমুদ ছিলেন গণআন্দোলন ও গণসঙ্গীতের প্রতি নিবেদিত এবং বিভিন্ন চলচ্চিত্রের সফল সঙ্গীত পরিচালক। মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর বাড়ি মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সংরক্ষণে ব্যবহৃত হত। ৩০ আগস্ট সকালে পাকিস্তানি বাহিনী আলতাফ মাহমুদের বাসা ঘিরে তল্লাশি চালায়। বাড়ির আঙ্গিনায় মাটি খুঁড়ে তারা এক ট্রাঙ্ক অস্ত্র খুঁজে পায়। পরে পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে।

শহীদ আলতাফ মাহমুদ- এর ইলেক্ট্রিক শেভিং মেশিন ও পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য

দাতা: মিসেস আলতাফ মাহমুদ

শহীদ শফি ইমাম রুমী

(২৯ মার্চ ১৯৫২ - ১৯৭১)

সদ্য কলেজের শিক্ষা সমাপনকারী রুমী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে ঢাকায় বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেন। আগস্ট মাসে পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। এরপর তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। রুমীকে কেন্দ্র করে মা জাহানারা ইমাম লিখেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অমর গাথা 'একাত্তরের দিনগুলি'।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান স্মরণ অনুষ্ঠানে প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা ফকির আলমগীর

ফকির আলমগীর স্মরণ

ষাটের দশকে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ভূমিকা পালনকারী একাত্তরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ, একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট গণসঙ্গীত শিল্পী বীর মুক্তিযোদ্ধা ফকির আলমগীর করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ২৩ জুলাই প্রয়াত হন। তার প্রয়াণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গভীর শোক প্রকাশ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে তার সম্পর্ক ছিল নিবিড়। স্বাধীনতা উৎসব, বিজয় উৎসব এবং মুক্তির উৎসবসহ জাদুঘরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি এবং তার সংগঠন ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠী নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

শুধু তাই নয়, তার সংগঠন ঋষিজের যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মিলনায়তন ও মুক্তমঞ্চকে বেছে নিয়েছেন প্রতিনিয়ত। তিনি মনে করতেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাঙালির জন্য পবিত্র অঙ্গন এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সৎ চিন্তার উৎসভূমি এবং অনুপ্রেরণার স্থল। তাই এই আঙ্গিনার সাথে গণমানুষের সম্পৃক্ততা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। তাই তার দলসহ অন্যান্য সংগঠন যাদের সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন তাদেরকেও উৎসাহিত করতেন জাদুঘরের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে। জাদুঘর আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই কেবল নয়, তিনি জাদুঘরের নানা কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করেছেন সানন্দে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিত ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করণ শিক্ষা কর্মসূচির অংশ হিসেবে তিনি ২০০৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনীর সাথে তার জন্মস্থান ফরিদপুরের ভাঙ্গা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় এবং তার গ্রামের বাড়ির পাশের স্কুল যেখানে তিনি অধ্যয়ন করতেন, কালামৃধা গোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার ছোটবেলার স্কুলে পদার্পন করেই তিনি যেন সেই শিশুটি হয়ে গেলেন। তার সে কী উচ্ছ্বাস! তিনি ছাত্রছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনায় সমৃদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানোর পর তাদের সাথে নিয়ে 'আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা...' সঙ্গীতসহ আরও কয়েকটি গান পরিবেশন করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, জ্যেষ্ঠ কর্মী হাসান আহমেদ (প্রয়াত), রণজিৎ কুমার (প্রয়াত), রঞ্জন সিংহ-সহ আমরা জাদুঘরের একঝাঁক কর্মী এবং ফকির আলমগীর-এর ছোট ভাই ফকির সিরাজ এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলাম। ঢাকা থেকে ভাঙা যাওয়ার পথে পথে আমরা দেখেছি শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ফকির আলমগীরের কী জনপ্রিয়তা। টোলপ্লাজা বা অন্য কোথাও আমাদের গাড়ি থামলেই অসংখ্য মানুষের ভিড় জমে গিয়েছিল এবং তিনিও অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে সহাস্যে তাদের সাথে কুশল বিনিময় করেছিলেন।

সবশেষ ২০২০ সালের ২৪ জানুয়ারি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'গণঅভ্যুত্থান-৬৯' স্মরণানুষ্ঠানে তিনি আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন গণসঙ্গীতের অংশবিশেষ স্বকণ্ঠে পরিবেশন করে মিলনায়তনে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতার মন জয় করে নিয়েছিলেন।

আমরা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি এই বীর মুক্তিযোদ্ধা গুণী শিল্পীকে। মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রফিকুল ইসলাম
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

খোরশেদ আলম

(১৫ জানুয়ারি ১৯৩৫ - ২৭ জুলাই ২০২১)

২৫ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা অভিযান শুরু হলে সিএস-পি খোরশেদ আলম হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অধ্যয়নের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে আরো কয়েকজন প্রবাসী বাঙালিদের সাথে নিয়ে গঠন করেন **'বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড' এবং তি-**নিই প্রথম সভাপতি। মার্কিন জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে দেন-দরবার, পত্র-পত্রিকায় সাক্ষাৎকার প্রদান, মুজিবনগরস্থ বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি নানা উপায়ে তিনি স্বাধীনতার পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর কর্মকাণ্ডের দলিলপত্র ২০১১ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদান করেন। খোরশেদ আলম- এর প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

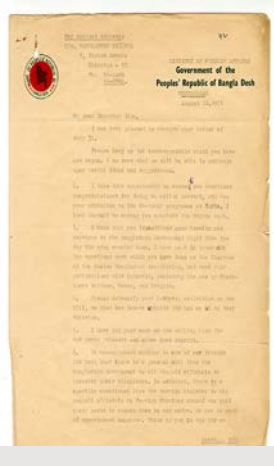

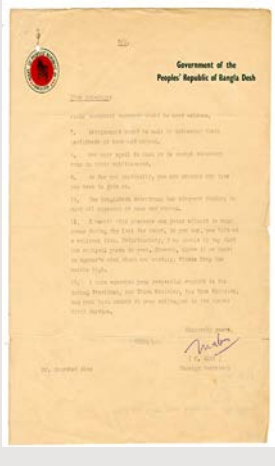

দি কনসার্ট ফর বাংলাদেশ-এর সুবর্ণজয়ন্তী

রক সংগীত জগতের অগ্রণী দল **'বিটলস'-এর** জর্জ হ্যারিসন এবং বিখ্যাত সেতারবাদক পন্ডিত রবিশংকরের উদ্যোগে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে **১** আগস্ট বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যার্থে 'দি কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' আয়োজিত হয়। এতে অংশ নেন বব ডিল্যান, এরিক **ক্ল্যাপটন**, রিংগো স্টার, বিলি প্রিস্টন-সহ পশ্চিমা সংগীত জগতের বহু খ্যাতিমান শিল্পী।

দাতা: ড. মানস কুমার বসু, সৈয়দ আতিকুর রহমান, কলিন ক্রম্পটন

শ্র দ্ধা ঞ্জ লি

অধ্যাপক ভূঁইয়া ইকবাল

(২২ নভেম্বর ১৯৪৬-২২ জুলাই ২০২১)

গবেষক, সম্পাদক, সংগ্রাহক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ভূঁইয়া ইকবাল ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একজন সুহৃদ। নিজে উদ্যোগী হয়ে ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রামের শাহীন বুক ক্লাব হতে প্রকাশিত মুনীর চৌধুরী রচিত 'কবর' নাটকের প্রথম সংস্করণ বইটি এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর ডেস্ক ডায়েরির পাতা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদান করেন। মুনীর চৌধুরী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দী থাকাকালীন ১৯৫৩ সালের ১৭ জানুয়ারি নাটকটি রচনা করেন এবং একই সালের ২১ ফেব্রুয়ারি জেলখানাতে মঞ্চস্থ হয়। বুদ্ধিজীবী হত্যার অকাট্য দলিল পাকিস্তানি মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর ডেস্ক ডায়েরির পাতা তিনিই উদ্ধার করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত আরো কাগজপত্র দেওয়ার ইচ্ছা ছিল তাঁর।

অধ্যাপক ভূঁইয়া ইকবাল-এর প্রয়াণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গভীরভাবে শোকাহত।

মিয়ানমারের মানবাধিকার কর্মীদের আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ১ মাস পরে বার্মা (বর্তমান মিয়ানমার) থেকে বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে তুলে ধরা হয়। পরস্পরের ইতিহাসকে অনুধাবনের মধ্য দিয়ে দুই দেশের মধ্যে একাত্মতাবোধ তৈরির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান জানিয়ে ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত গ্রন্থটি নিয়ে একটি উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে এ বছর মিয়ানমারের মানবাধিকার কর্মীরা বাংলাদেশের শোক দিবসকে পালন করছে।

Building Solidarity through Understanding: Pages in the History of Bangladesh & Myanmar

On 15 August 1975, **Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman --** the first President of Bangladesh and the Prime Minister of Bangladesh in 1975 -- was assassinated.

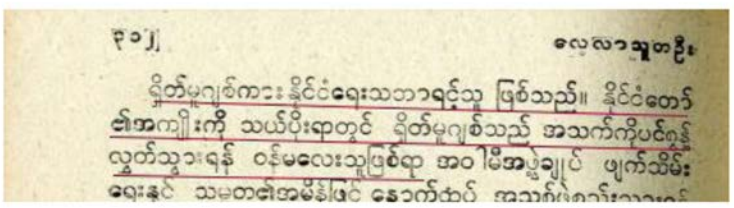

Sheikh Mujib has worked in politics for so many years. Sheikh Mujib is even willing to give his life for the interests of the state.

শেখ মুজিব বহু বছর যাবৎ রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। এমনকি শেখ মুজিব রাষ্ট্রের স্বার্থে নিজের জীবন দিতেও সদা প্রস্তুত ছিলেন।

[Play audio file]

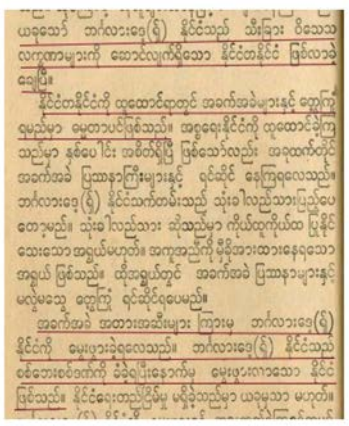

Bangladesh became a nation with a unique identity. It is natural to face difficulties in building a nation. Bangladesh is born despite challenges and obstacles. Bangladesh is a nation born through enduring the war.

বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। একটি জাতি গঠনে বহু সমস্যার সম্মুখীন হওয়াটা স্বাভাবিক। নানা বাধা এবং প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জন্ম হয়। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

Burma and Bangladesh share a history of seeking to build solidarity through understanding. As Bangladesh marks another National Mourning Day, we honor that history. We pay tribute to Bangladesh's struggles and loss, and we acknowledge the solidarity it has shown #WithTheRohingya.

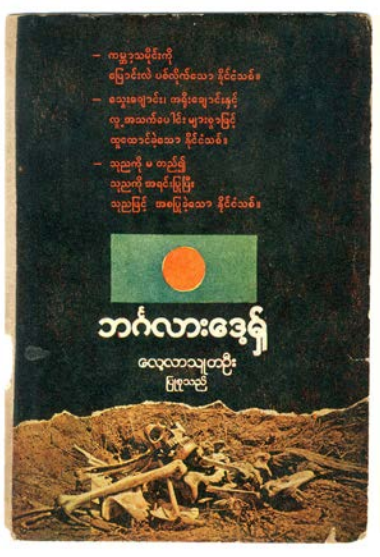

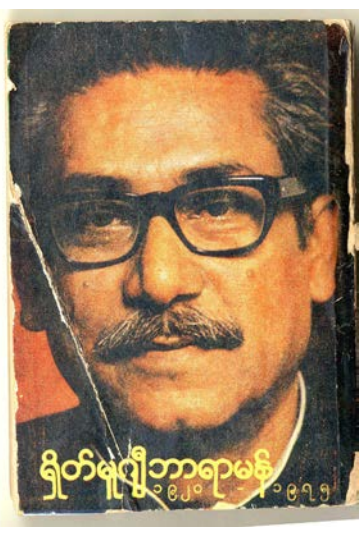

AJAR
ASIA JUSTICE AND RIGHTS

Liberation War Museum
Bangladesh

উইথ দ্যা রোহিঙ্গা ক্যাম্পেইন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, এশিয়া জাস্টিস অ্যান্ড রাইটস, সিস্টার্স টু সিস্টার্স এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে সম্মিলিতভাবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির প্রতি সহনশীলতা প্রকাশ এবং ন্যায়বিচারের আহ্বানকে আরও বাড়িয়ে তুলতে ১৪ দিনব্যাপী একটি বিশেষ প্রচারাভিযানের আয়োজন করেছে। ২৫ আগস্ট, মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর পরিচালিত নৃশংস সামরিক অভিযান এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে এই ব্যতিক্রমধর্মী প্রচারাভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রচারাভিযান বিগত ১২ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস থেকে শুরু হয়েছে এবং ২৫ আগস্ট পর্যন্ত চলবে।

প্রচারাভিযানে নানা ধরনের কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে রোহিঙ্গা যুব বিবৃতি, রহিঙ্গা শিবির থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে গবেষণাপত্র প্রকাশ, সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র বা ইউডিএইচআর অ্যাপ চালু ইত্যাদি। এছাড়াও, উক্ত প্রচারাভিযানে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের একটি সিরিজ এবং ভয়েস সিরিজ নামে পৃথক একটি সিরিজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিভিন্ন উদ্ধৃতি, শিল্পকর্ম এবং আলোকচিত্র প্রচার করা হবে। ন্যায়বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে নানা ভিডিও এবং দালিলিক বার্তা প্রকাশও এই প্রচারাভিযানের একটি অংশ।

প্রচারাভিযানটিকে আরো ফলপ্রসূ করতে টীকা লিখন এবং চিত্রাংকন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। আগ্রহী সকলকে '# উইথ দ্য রোহিঙ্গা' প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এই প্রচারাভিযানের সাথে যুক্ত হতে ব্যক্তিগত চিত্রকর্ম এবং টীকা পাঠানোর আহ্বান জানানো হলো।

প্রচারাভিযানের বিস্তারিত দেখতে চোখ রাখুন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং এশিয়া জাস্টিস অ্যান্ড রাইটস-এর ফেইসবুক পাতায়।

গুরুত্বপূর্ণ লিংকসমূহ-
https://www.facebook.com/liberationwarmuseum.official
https://www.facebook.com/asiajusticeandrights
প্রচারাভিযান সম্পর্কিত যে কোনো জিজ্ঞাসা-
WithTheRohingya@protonmail.com

মৌলবাদ ও বিদ্বেষবাদ নিরসন বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে জাদুঘরের অংশগ্রহণ

গত ১ আগস্ট থেকে ৫ আগস্ট ২০২১ যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড সামার ইন্সটিটিউট এবং ইন্সটিটিউট ফর দ্যা স্টাডি অব গ্লোবাল অ্যান্টিসেমিটিজম এন্ড পলিসি যৌথভাবে সপ্তাহব্যাপী এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। মূলত এই প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী চলমান বিদ্বেষ ও সংঘাত নিরসনে প্রতীয়মান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। করোনা অতিমারীর কারণে এই প্রশিক্ষণটি ভার্চুয়ালি এবং সরাসরি উপস্থিতির মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। মূল আয়োজনটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পেমব্রোক কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। দেশ-বিদেশের ৩০ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন নওরিন রহিম। প্রশিক্ষণে তিনি মৌলবাদ ও বিদ্বেষবাদ নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের উপযোগি একটি সম্ভাব্য পাঠ্যক্রম উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য, নওরিন রহিম বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিজ (সিএসজিজে)-এর সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্বরত আছেন ।

- সিএসজিজে ডেস্ক

আগস্টের শোকাবহ আবহে উন্মুক্ত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দরজা

৮ জানুয়ারি ২০২১ করোনা মহামারীর প্রথম আঘাত কাটিয়ে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দরজা। ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশের উদ্দেশে রওনা দিয়ে লন্ডনে পৌঁছান। সেই ঐতিহাসিক দিন স্মরণ করে ২০২১ সালটি আশার বার্তা নিয়ে শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য। সেই স্বস্তির ক্ষণ খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আঘাত হানলে জনগণের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার স্বার্থে ৫ এপ্রিল ২০২১ থেকে আবারো সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় জাদুঘরের দরজা। আমরা আনন্দের সাথে

জানাচ্ছি যে, সাড়ে চার মাস পর আগামী ১৯ আগস্ট আবারো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দ্বার উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে দর্শনার্থীদের জন্য। আগস্ট বাঙালি জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায়কে। এ মাসে শোক ও বেদনার সঙ্গে জাতি স্মরণ করে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির সপরিবার হত্যাকাণ্ডের নির্মম ঘটনাকে। এই মাসকে স্মরণ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণ শোকের আবহ ধারণ করেছে, বহন করছে জাতির পিতার অমর উক্তি '*মহৎ অর্জন সম্ভব, মহৎ আত্মদানের বিনিময়ে।*'

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আশা করে এ প্রজন্মের সন্তানরা উপলব্ধি করবে এই উক্তির গভীরতা।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official